বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পর্কিত প্রতিবেদন

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়নের চাবিকাঠি। যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা ছাড়া সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। তাই বর্তমান সরকার ভিশন -২০২১-কে সামনে রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে শৃংখলা আনয়নের লক্ষ্যে সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার জন্য "শিক্ষাকে দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রধান হাতিয়ার" বিবেচনায় নিয়ে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। বর্তমান সরকার পর্যায়ক্রমে এ সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।ইতোমধ্যে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করে দেশকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম নিয়ে তুলে ধরা হলোঃ

''জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০'' প্রণয়ন

- বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের দিয়ে ''জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'' প্রণয়ন করে। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- ''জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'' পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়িত হলে শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান বৈষম্য দূর হবে এবং আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে।

বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তক বিতরণঃ

- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরে পড়া রোধ করার লক্ষ্যে ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষ হতে ১ম শ্রেণী থেকে ৯ম শ্রেণী পর্যন্ত সকল স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে।
- ২০১০ হতে ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রায় ১৩ কোটি শিক্ষার্থীর মাঝে প্রায় ৯২ কোটি পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে। বিশ্বের কোন দেশে এতো বই বিনামূল্যে বিতরণের কোন রেকর্ড নেই।

আধুনিক ও যুগোপযোগী সিলেবাস প্রণয়নঃ

- শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিক্যুলাম অনুসারে পাঠ্যপুস্তক তৈরী করা হচ্ছে। ১৯৯৫ সালে প্রণীত কারিক্যুলামকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন কারিকুলামে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং উক্ত নতুন বইসমূহ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদ্রাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- অতীতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যপুস্তকে এ ইতিহাস বিকৃতি রোধে প্রথিতযশা ইতিহাসবিদদের নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের অবদান সন্নিবেশ/ সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।
- ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ১০ এপ্রিল জারীকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৮ম শ্রেণীর পাঠ্যতালিকাভুক্ত করা হয়েছে।
- মুখস্ত ও নোট-গাইড বই নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে মূল পাঠ্যবই নির্ভর পাঠ্যক্রমকে গুরুত্ব দেয়ার জন্য পাঠদান পদ্ধতিতেও বৈচিত্র্য আনা হয়েছে এবং পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। এখন সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শিখে ও বুঝে পরীক্ষা দিচ্ছে। এর ফলে শিক্ষার মানও বাড়ছে, ফলাফলও ভাল করছে যার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে।
- জাতীয় শিক্ষানীতির অনুসরণে ধর্ম এবং নৈতিক শিক্ষা পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জন এবং শ্রমমুখী হওয়ার জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এলক্ষ্যে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে পূর্বের ধর্ম বইয়ের পরিবর্তে ২০১৩ সালে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বই করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদানঃ

- ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ে ৬ষ্ঠ শ্রেণী থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষার্থীসহ মোট প্রায় ১৩৩.৭০ লক্ষ শিক্ষার্থীকে প্রায় ২২৪৫.৬৫ কোটি টাকা উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- উপবৃত্তিসহ আর্থিক সহায়তা প্রদানের ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সংখ্যায় সমতা বিধান সম্ভব হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড গঠনঃ

- স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে "প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট" নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সরকার ১০০০ কোটি টাকা সীড মানি প্রদান করেছে।
- ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে ছাত্রীদের জন্য এ ফান্ড হতে ১,৩৩,৭২৬ জন ছাত্রীকে মোট ৭৫.১৫ (পচাঁত্তর কোটি পনের লক্ষ) কোটি টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারঃ

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় অনলাইন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসএসসি, এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলসহ শিক্ষক নিয়োগ ও নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল ওয়েবসাইটে প্রকাশ করছে। তাছাড়া, মোবাইল ফোনের এসএমএস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ই-মেইলের মাধ্যমেও এ ফল অতিদ্রুত প্রকাশ করা হচ্ছে।
- ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন অন-লাইনে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনের এসএমএস এর মাধ্যমে অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নিমিত্ত শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে।
- শিক্ষা বোর্ডসমুহের আওতায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরি করা হচ্ছে।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপনঃ

- সারাদেশে "আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল" প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের আওতায় ১৮,৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে।
- ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে, ৫টি উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউটে, একটি মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্স্টিটিউটে এবং নেকটার-এর প্রায় ৪০০ জন শিক্ষক প্রশিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি resource pool তৈরি করা হয়েছে। এ resource pool দ্বারা প্রায় ১৯,৫০০ জন মাধ্যমিক শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুমের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে ১৫০০ জন শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষা কর্মকর্তাকে Orientation প্রদান করা হয়েছে।
- এটুআই ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট শেয়ারিং এর জন্য শিক্ষা বাতায়ন নামে একটি কন্টেন্ট পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে (www.teachers.gov.bd)

কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনঃ

- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর এ পর্যন্ত ৩১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, ৩১০টি মডেল স্কুল, ৭০টি স্নাতকোত্তর কলেজ, ২০ টি সরকারি বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হচ্ছে।

ডাইনামিক ওয়েবসাইট প্রতিষ্ঠাঃ

- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইট ডাইনামিক করা হয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের বাংলা ও ইংরেজি ভার্সনের সকল পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ভার্সন উন্নয়ন করে তা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) আপলোড করা হয়েছে। এর ফলে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে যে কেউ, যেকোন সময় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সকল পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর মাধ্যমে দেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচারঃ

- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মানবৃদ্ধির লক্ষ্যে বহুবিধ কার্যক্রমের অংশবিশেষ হিসেবে সরকার ১৪ জুন ২০১১ থেকে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর শিক্ষকদের ইংরেজি, গণিত. বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেণী পাঠদান সপ্তাহে তিন দিন সকাল ৯ টা ১০ মি: থেকে ১০ টা পর্যন্ত বিটিভির মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।

এমপিওভুক্তকরণ এবং এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিঃ

- বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর পরই শিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সারাদেশে ১৬২৪ (এক হাজার ছয়শত চবিবশ)টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করেছে। ফলে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিপুল সংখ্যক শিক্ষক/কর্মচারীর কর্মসংস্থানসহ শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

- সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের ৩০০ টাকা হারে চিকিৎসা ভাতা প্রদান ও ৫০০ টাকা হারে বাড়িভাড়া ভাতা প্রদান এবং জানুয়ারি/২০১৩ হতে এবতেদায়ী (স্বতন্ত্র) মাদ্রাসায় ভাতার আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানে ৪ জন করে শিক্ষক-কে ৫০০/- টাকার পরিবর্তে ১০০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়েছে এবং সকল বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিধি অনুযায়ী নিয়োগ প্রাপ্ত সহকারি গ্রন্থাগারিকদের এমপিওভুক্ত করা হয়েছে।

শিক্ষক নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদানঃ

- দেশের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ভর্তিচ্ছু ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির চাপ কমানোর লক্ষ্যে ৮২টি সরকারী বালক/বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে এবং এ লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০টি সহকারী প্রধান শিক্ষক ও ১৯২০ (এক হাজার নয়শত বিশ)টি সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকসহ ২০০০ (দুই হাজার) শিক্ষকের পদ সৃজন করা হয়েছে।

- শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত সরকরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে ২৯৮৮ জন সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, ৪৪ জন সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষিকাকে প্রধান শিক্ষক পদে ও ৩২৫ জন সহকারী শিক্ষক/সহকারী শিক্ষিকাকে সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী প্রধান শিক্ষিকা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। জেলা শিক্ষা অফিসারদের বেতন স্কেল ৭ম থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।

- Bangladesh Civil service Recruitment Rules-১৯৮১ আংশিক সংশোধন করা হয়েছে। এখন ৫০% এর স্থলে ৮০% সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকা সহকারী প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা পদে পদোন্নতির সুযোগ পাবেন। ইতোমধ্যে ১৯৪ জনকে সহকারি প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে এবং ১৫৬ জনের পদোন্নতি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- মহিলা শিক্ষকদের মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাস বর্ধিত করা হয়েছে।

- জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কর্মরত ৯৭৩২ (নয় হাজার সাতশত বত্রিশ) টি সহকারী শিক্ষক/শিক্ষিকাদের পদ ৩য় শ্রেণি হতে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে।

- সরকারি কলেজে প্রভাষক হতে অধ্যাপক পর্যন্ত বিভিন্ন পদে ৫৭৭১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদানসহ ৬৩৩৭ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়েছে এবং ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত মোট ২০৯৭ জনকে প্রভাষক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
- এ পর্যন্ত বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারে ২০০৯ সালে ২৭৭৪ জন, ২০১১ সালে ২৩০৬ জন এবং ২০১৩ সালে ১২৫৭ জনসহ মোট ৬,৩৩৭ জনকে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়।
- ১৬৭টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং ৪৩ টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে।
- এ পর্যন্ত দেশের বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপকের ১৩৮টি পদ , সহযোগি অধ্যাপকের ২৪৪টি পদ, সহকারী অধ্যাপকের ৪২৪ টি পদ এবং প্রভাষকের ৬৫৮টি পদ এবং অন্যান্য ১৮৬টি পদসহ মোট ১৬৫০টি পদ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়।
- এ পর্যন্ত ১০৬টি কলেজের প্রভাষক থেকে অধ্যাপকের ১৮৭৭টি পদ, প্রদর্শক/গ্রন্থাগারি/সরকারি গ্রন্থাগারিক/শরীরচর্চা শিক্ষক এর ৮৯টি পদ এবং ১৭৯ টি শিক্ষক/কর্মচারীর পদসহ মোট ২১৪৫ টি পদ স্থায়ী করা হয়।
- বর্তমান সরকারের আমলে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে ১২৮ টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩৭০ টি, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৫১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে নিম্ন-মাধ্যমিক পর্যায়ে ১৪৪ টি, মাধ্যমিক পর্যায়ে ১০২ টি এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ০৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভাগ খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে ৪৬ টি এবং বিষয় খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে ৩৮২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে। মাধ্যমিক পর্যায়ে ১১৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৯৭৫ টি অতিরিক্ত শ্রেণি-শাখা খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত দেশের ০৮ টি শিক্ষা বোর্ডে ৭৯১ টি কলেজের পাঠদানের অনুমতি দেয়া হয়, ৩৬৮ টি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং ২০৭৯ টি কলেজের বিষয় খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়।
- বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ১৩টি কলেজ ও ০২টি বিদ্যালয়সহ মোট ১৫টি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়েছে।

শিক্ষক প্রশিক্ষণঃ

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে–

- ইতোমধ্যে প্রায় ৯,১৫,৭৭৮ জন শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) এর মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উপর ২০০৯-২০১৩ সময়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ও মাদ্রাসা শিক্ষার ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষক/কর্মকর্তা-কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩,৬৫৯ জন শিক্ষককে স্কুল বেজ অ্যাসেসমেন্ট (এসবিএ) এবং পারফরমেন্স বেজ ম্যানেজম্যান্ট (পিবিএম) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারী এডুকেশন (টিকিউআই-সেপ) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক, সহকারি শিক্ষক, মাদ্রাসা শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে আরো ৫,৪৩,৭৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- দেশে সংখ্যালঘুদের উন্নততর শিক্ষা প্রদানের জন্য রাঙ্গামাটি এবং পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিকভাবে ২,১৪২ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সরকারি বিদ্যালয়ের ১৪,৫৩৪ জন শিক্ষককে বিএড ডিগ্রী গ্রহণের জন্য অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের উন্নত শিক্ষা অর্জনের কৌশল হিসেবে কঠিন বিষয়গুলিতে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া অন্যতম। এর অংশ হিসেবে সেকেন্ডারী এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড এ্যাকসেস এ্যানহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) এর আওতায় সারা দেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে ১১,২৫,৬২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, ক্লাসের বাইরে শিক্ষার্থীদের মনোবিকাশের জন্য উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত ৪,০৫১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫,০৩,৩৭২ জন শিক্ষার্থীকে পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়েছে।

- জাতীয় শিক্ষা ব্যাবস্থাপনা একাডেমীতে (নায়েম) অধ্যক্ষ/অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণের জন্য ৩টি প্রশিক্ষণ কোর্স যথাক্রমে Senior Staff Course On Education And Management (SSCEM), Advanced Course On Education And Management, Training On ICT Application in Institutional Work চালু করা হয়েছে।

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে নীতিমালা প্রণয়নঃ

- তথাকথিত শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকদের 'কোচিং বাণিজ্য বন্ধ নীতিমালা-২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিতকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়নঃ

- দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিশু অধিকার সংরক্ষণ ও শিশুদের মানসিক বিকাশের জন্য ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে আনন্দঘন পরিবেশে শিক্ষালাভ করতে পারে সেজন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের "শারীরিক ও মানসিক শাস্তি রহিতকরণ নীতিমালা" প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালা প্রণয়নের ফলে শিক্ষার্থীগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা-পড়ায় আরো আগ্রহী/উৎসাহিত হবে, মেধার বিকাশ ঘটবে এবং দক্ষ মানব সম্পদ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ইভটিজিং প্রতিরোধঃ

- ইভটিজিং বা ছাত্রীদের উত্যক্ত করা প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির এবং সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্নমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নেতৃত্বে ঢাকা শহরে সর্বস্তরের ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় সারা দেশে র‍্যালী, কর্মশালা এবং জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ততায় কমিটি গঠনের মাধ্যমে ইভটিজিং উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে এবং দেশব্যাপী গণসচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষার প্রসারঃ

আমাদের জাতির সামনে অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার হচ্ছে –মানবসম্পদ উন্নয়ন। আধুনিক, দক্ষ মানব সম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে–

- দক্ষ জনবল তৈরির জন্য দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। ''Skills Development Project'' ও ''Skill and Training Enhancement Project'' শীর্ষক ০২টি প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৩৬০০ Technical Vocational Education and Training (TVET) শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২০০০জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৮০০.০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে। তাছাড়া, উপজেলা পর্যায়ে ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল এবং ২৩টি জেলায় ও ৩টি বিভাগীয় শহরে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের কাজ চলছে।

- চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন করে ২০১০-২০১১ শিক্ষা বর্ষে ক্লাস শুরু করা হয়েছে।

- দেশের প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের প্রাথমিক পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

- ময়মনসিংহ ও ফরিদপুর জেলায় দুইটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে এবং বরিশালে অপর একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে।

- দেশের ০৮ টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের ০৮ টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশে টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্পে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম ও উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলে রূপান্তর করা হয়েছে।
- বাংলাদেশে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষার কারিকুলামকে দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজারের চাহিদা মোতাবেক গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিভিইটি সিস্টেমকে পুনর্গঠনের জন্য টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট, স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কিলস্ এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট-এর কাজ চলমান রয়েছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নঃ

- বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে ২০২১ সাল নাগাদ একটি মধ্য আয়ের দেশে পরিণত করা। এটি করতে হলে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নে বদ্ধপরিকর। এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে **ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদ্রাসা এডুকেশন প্রকল্পের** আওতায় ১০০টি মাদ্রাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে এ প্রথমবারের মতো ৩১টি সিনিয়র মাদ্রাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে।
- মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) এর অনুদান সহায়তায় সারা দেশে ৯৫টি বেসরকারি মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে মোট ১০০.৮৭ কোটি টাকা ব্যয়ে এপ্রিল, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৫ মেয়াদে "এনহ্যান্সিং দ্যা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসা ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- **সেকেন্ডারী এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট** এর সহায়তায় ৩৫টি মডেল মাদ্রাসায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের সাথে মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন ও মর্যাদার সমতা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এবতেদায়ী শিক্ষকদের বেতন প্রতি মাসে ৫০০/= থেকে বৃদ্ধি করে ১০০০/= টাকা করা হয়েছে।
- পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- মাদ্রাসায়ও ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তির মত বৃত্তি চালু করা হয়েছে। সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসার শিক্ষায় এবতেদায়ী সমাপনী পরীক্ষা, জেডিসি পরীক্ষা সারা দেশে একই সময় গ্রহণ করা হচ্ছে এবং একই সময় অনলাইনে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে।
- গাজীপুরে বোর্ড বাজারস্থ বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (বিএমটিটিআই) এই প্রথম এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব মাদ্রাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্স চালু করা হয়েছে। এর পূর্বে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না।

উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও গুণগত মান বৃদ্ধিঃ

- বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকার ৯টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনসহ ২৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন প্রদান করেছে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ আইন ২০১৩ মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। তাছাড়া, আরো ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- উচ্চ শিক্ষার চাহিদা পূরণ, সম্প্রসারণ ও সুলভকরণের মাধ্যমে দক্ষ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ গত ১৮ জুলাই ২০১০ থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে।

- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৪(৯)এ মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং প্রত্যন্ত অনুন্নত অঞ্চলের দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য শতকরা ৬ ভাগ আসন সংরক্ষণ এবং এ সকল শিক্ষার্থীকে টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি ব্যতিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

- বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা-২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

- উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য Accreditation Council গঠনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
- বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ''রূপকল্প ২০২১'' বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার মান উন্নয়নের জন্য সরকার ও World Bank এর যৌথ অর্থায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২০৬৫ কোটি টাকার উচ্চ শিক্ষায় মান উন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP) এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাইস্পীড ইন্টারনেট কানেকশন প্রদান এবং তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুক্ত করে বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BdREN) স্থাপন করা হচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের বিশ্বভান্ডারের সাথে যুক্ত হচ্ছে। BbREN, Trans Asian Education Network (TAEN-III) এবং-এ জাতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত থাকছে। ফলে জ্ঞান ভান্ডারের দরজা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের নিকট উন্মুক্ত হবে।
- বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষকদের বিদেশে পাঠিয়ে উচ্চতর তথ্য প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এছাড়া, শিক্ষার মান উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে সময়মত ক্লাস, অনুষ্ঠান পরীক্ষা গ্রহন এবং ফলাফল প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যুগের চাহিদার নিরিখে আধুনিক ল্যাবরেটরি, গবেষণা কেন্দ্র ও ইনস্টিটিউটসমূহকে সুসংহত ও আধুনিকায়ন করা হচ্ছে।

জেন্ডার সমতাঃ

- আমরা ইতোমধ্যেই জেন্ডার সমতা অর্জন করেছি। বিনামূল্যে বই বিতরণ ও উপবৃত্তি কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ছাত্রীদের ভর্তি হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩% এ উন্নীত হয়েছে।

- ২০১২ সালে জেএসসি/জেডিসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। জেএসসি পরীক্ষায় ১৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৭২ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং পাশের হার ৮৬.১১%। জেডিসি পরীক্ষায় ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ৩৬ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয় এবং পাশের হার ৯০.৮৭%। ২০১৩ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৪ লক্ষ ৮৯ হাজার ৯০২ জন ছাত্র এবং ৫ লক্ষ ২ হাজার ৪১১ জন ছাত্রী সর্বমোট ৯ লক্ষ ৯২ হাজার ৩১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে এবং পাশের হার ৮৯.৭২%। দাখিল পরীক্ষায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার ৮৪০ জন ছাত্র ও ১ লক্ষ ৯ হাজার ৪৬০ জন ছাত্রী সর্বমোট ২ লক্ষ ২৫ হাজার ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে, পাশের হার ৮৯.১৩%। কারিগরি পরীক্ষায় ৮৮ হাজার ৩৬০ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং পাশের হার ৮১.১৩%। ২০১৩ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় ৮১৪৪৬৯ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। পাসের হার ৭১.১৩%। ২০১৩ সালে আলীম পরীক্ষায় ৮৭৪৭৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে এবং পাসের হার ৯১.৪৬%। ২০১৩ সালের এইচএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় ৯৫৯৮৪ জন অংশ গ্রহণ করে এবং পাসের হার ৮৫.০৩%''। শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতায় ইতোমধ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জিত হয়েছে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণঃ

- অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য "সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২" নামে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- উক্ত নীতিমালার আওতায় উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় এবং ঢাকা মহানগরী থেকে ১২ জন করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় সাত হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সালের দেশের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২জন মেধাবীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০১৩ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সার্টিফিকেট এবং নগদ একলক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

বিভিন্ন দেশের সাথে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক MoU স্বাক্ষরঃ

- বাংলাদেশের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি সহায়তায় উচ্চতর অধ্যায়নের সুযোগদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও চীনের উনান প্রদেশের সাথে গত ২৯/০৮/২০১০ তারিখে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ১৮/১৪/২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কারিগরি শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- ১২/১১/২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।
- ১৫/০১/২০১৩ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।
- বাংলাদেশ ও সৌদী আরবের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- মাইক্রোসফট এর partners in learning (pil) program এর আওতায় শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাইক্রোসফট্ এর সাথে MoU স্বাক্ষর করা হয়েছে।

ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভঃ

- বাংলাদেশ ১৯৭২ সালে ইউনেস্কোর সদস্য পদ লাভ করে। বিগত জোট সরকারের সময় সদস্য দেশ হিসাবে চাঁদা বন্ধ করে দেয়ায় বাংলাদেশ ইউনেস্কোর দেয়া সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ইউনেস্কোর প্রদেয় চাঁদা নিয়মিত প্রদান করে আসছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়নঃ

অবকাঠামো উন্নয়নঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত শিক্ষা ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের একটি বড় কর্মযজ্ঞ হচ্ছে ৫৫৪০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ১১৩০টি মাদ্রাসা ও ১৫০০টি কলেজ এবং ৭০টি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন।

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ২১৩৪ টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২০৭৮টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫৪টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।
- "সিলেট, বরিশাল ও খুলনা শহরে ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৪/১০/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫২.০০ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত। প্রকল্পের আওতায় সিলেট শহরে ২টি, বরিশাল শহরে ২টি এবং খুলনা শহরে ৩টিসহ মোট ৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বর্তমানে জমি অধিগ্রহণ কাজ চলছে।
- "নির্বাচিত বেসরকারি মাদ্রাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১০০০টি মাদ্রাসার মধ্যে মোট ১৭৩টি মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ২১১টি মাদ্রাসায় ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। অবশিষ্ট ৬১৬টি মাদ্রাসার নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীন (টেন্ডার আহবান করা হয়েছে; কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে: টেন্ডারের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
- "তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১৫০০টি কলেজের মধ্যে ১ম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য অনুমোদিত ৬২০টি কলেজের ভবন নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।
- "নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ৩০০০টি বিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের মধ্যে ১ম পর্যায়ে নির্মাণের জন্য অনুমোদিত ১৪১০টির মধ্যে ১৩৭৫টির দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬০০টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৭৫টির কাজ চলমান রয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন '৩১০ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়-

- ৯৯টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ ও পূর্ত কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং ২০২টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরুর লক্ষ্যে দরপত্র আহবানের পর ১২০টির নির্মাণ কাজ চলছে।

'শিক্ষা মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়-

- ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে আলাদা পরীক্ষার হল কাম একাডেমিক ভবন, অন্যান্য একাডেমিক ভবন ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২২টি কলেজে উর্ধমুখী সম্প্রসারণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ২টি কলেজে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ এবং ১টি কলেজে একাডেমিক ভবন কাম এক্সামিনেশন হল নির্মাণ শেষে উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া, ৪৩টি কলেজের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ এবং ৩টি কলেজের উর্ধমুখী সম্প্রসারণ কাজ চলমান রয়েছে। ৭৪টি হোস্টেলের মধ্যে ১৩টির কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে, ০১টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ৭০টি কলেজের প্রতিটিতে ০২টি করে কম্পিউটার, ০১টি করে স্ক্যানার, ০২টি করে প্রিন্টার ও ০১টি ফটোকপিয়ার সরবরাহ করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়- ১৭টি প্রতিষ্ঠানের (১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৬টি মহাবিদ্যালয়) নির্মাণ কাজ প্রক্রিয়াধীণ রয়েছে, যার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজের অগ্রগতি হচ্ছে:

(ক) শহীদ বেগম শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মহাবিদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা এ গত ০২/০৮/২০১৩ তারিখে শিক্ষা কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে।
(খ) শহীদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হাজারীবাগ, ঢাকা ৯৫% কাজ সমাপ্ত।
(গ) দুয়ারীপাড়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, রূপনগর, ঢাকা ৯০% কাজ সমাপ্ত।
(ঘ) দক্ষিণখান সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা ৯০% কাজ সমাপ্ত।
(ঙ) দক্ষিণখান সরকারী মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা ৯০% কাজ সমাপ্ত।
(চ) ভাষানটেক সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ভাষানটেক, ঢাকা ৯০% কাজ সমাপ্ত।
(ছ) ভাষানটেক সরকারী মহাবিদ্যালয়, ভাষানটেক, ঢাকা ৯০% কাজ সমাপ্ত।
(জ) ডেমরা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ডেমরা, ঢাকা ৯০% কাজ সমাপ্ত।

- ঢাকার ইডেন মহিলা কলেজে ২৮.৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ আসনবিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেল নির্মাণ করা হয়েছে, যার নাম রাখা হয়েছে "শহীদ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রীনিবাস"। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রিঃ তারিখে উক্ত ছাত্রীনিবাস শুভ উদ্বোধন করেন।

- গত ২০০৯-১০ অর্থ বছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি ও মান্নোনয়নের লক্ষ্যে ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মোট ১৭০৫.১৮ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এসব প্রকল্পের আওতায় ৩২টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও আবাসিক হল নির্মাণ এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।

- উচ্চ শিক্ষার মান্নোনয়নের লক্ষ্যে তথ্যপ্রযুক্তি ও গবেষণার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ক্ষেত্র প্রস্তুত করার লক্ষ্যে 'উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩৪টি সরকারি ও ০৩টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৩৭০.০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে সৃজনশীলতায় উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার পরিবেশ তৈরীর জন্য Academic Innovation Fund প্রদান করা হচ্ছে।

- বাংলাদেশে টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্পে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম ও উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলে রূপান্তর করা হয়েছে। বাংলাদেশে বিদ্যমান কারিগরি শিক্ষার কারিকুলামকে দেশে ও বিদেশে চাকুরীর বাজারের চাহিদা মোতাবেক গড়ে তোলার লক্ষ্যে টিভিইটি সিস্টেমকে পুনর্গঠনের জন্য টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট, স্কিলস্ ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং স্কিলস্ এন্ড ট্রেনিং এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট-এর কাজ চলমান রয়েছে।

- স্কিল এন্ড ট্রেনিং এ্যানহেন্সমেনট প্রজেক্ট (এসটিইপি)-এর মাধমে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৯৭,৭৬০ জন শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'স্কিলস ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি রিজওনাল ডাইরেক্টরেট অফিসের নির্মাণ কাজ এবং ভোকেশনাল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং বগুড়াতে একটি নতুন ল্যাবরেটরি ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে।

- বর্তমান সরকার কর্তৃক ৫৪.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে "আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট স্থাপন" শীর্ষক একটি প্রকল্পের মাধ্যমে ভাষা যাদুঘর, আর্কাইভ ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হচ্ছে। তাছাড়া, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিজ্ঞানসম্মতভাবে বাংলাদেশের সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রকৃত সংখ্যা, অবস্থা ও ভাষা বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য ৩৮৯.৪৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বাংলাদেশের নৃ-ভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' (Ethno-Linguistic Survey of Bangladesh) শীর্ষক একটি কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

তাছাড়া, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে-

- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০০ আসনবিশিষ্ট 'বিজয় ৭১' নামে ১১তলা বিশিষ্ট ছাত্র হল ও ১১তলা বিশিষ্ট কবি সুফিয়া কামাল ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়া, কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু টাওয়ারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখ হাসিনা হল নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব হল, বেগম সুফিয়া কামাল হল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ আসন বিশিষ্ট শেখ হাসিনা ছাত্রী হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল, ৫ম একাডেমিক ভবন ও ৬ষ্ঠ একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আইসিটি ভবন নির্মাণ ও ৪৩০ আসন বিশিষ্ট ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে।

- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হল নির্মাণ কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে।

- গোপালগঞ্জে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী হল, ছাত্র হল, একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন, ছাত্র হল-১ ও ছাত্র হল-২, ছাত্রী হল-১, একাডেমিক ভবন ১ ও ২ নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

- যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৫ তলা ছাত্রী হল এবং ছাত্র হলের ৪র্থ তলা সম্প্রসারণ কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে রয়েছে।

- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ০৪ তলা পৃথক পৃথক ছাত্র ও ছাত্রী হল এবং একাডেমিক ভবননির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রোকেয়া হলের সম্প্রসারণ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাডেমিক ভবন সম্প্রসারণ কাজ চলছে।

এ সমস্ত উদ্যোগ গ্রহণের ফলে শিক্ষা ক্ষেত্রে দিন দিন গুণগত পরিবর্তন হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টিতে এ সকল প্রয়াস সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।